ইসলামী ঐক্য

ইসলামী ঐক্য

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

ইসলামী ঐক্য

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কর্তৃক
প্রকাশিত।

বাংলা প্রথম সংস্করণ
নভেম্বর—১৯৮৫

মুদ্রণে ঃ
তিতাস প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩, যদুনাথ বসাক লেন
(টিপু সুলতান রোড)
ঢাকা—১, বাংলাদেশ
ফোন ঃ ২৫১৬৯৪
২৩৯৪১৫

Bengali Translation of the Book "ISLAMIC UNITY"

Published by : Cultural centre of the Islamic Republic of Iran, Dhaka, Bangladesh

Date of Publication : November—1985

www.pathagar.com

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে যেও না।" (৩ ঃ ১০৩)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছা, যাদের নবী হচ্ছেন শেষ নবী (দঃ), যাদের পবিত্র গ্রন্থ হচ্ছে আল-কোরআন, যাদের কেবলা হচ্ছে কাবা। হে দুনিয়ার মুসলমান ও মজলুম জনতা, ঐক্যবদ্ধ হও এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এসো, ইসলামের নিকট আশ্রয় গ্রহণ কর এবং জালেম, অত্যাচারী ও জাতি সমূহের অধিকার বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও।

—ইমাম খোমেনী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে ইসলামী ঐক্যের ধারণা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালু।

واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا ـ

"এবং স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা, তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন এবং তিনি তোমাদের মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তোমরা একে অন্যের ভাই হয়ে গেলে।" (৩ ঃ ১০৩)

ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ـ

"এবং তোমরা তাদের মতো হইওনা যারা সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং বিরোধ করেছে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (৩ ঃ ১০৫)

انما المؤمنون اخوة ـ

"মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" (৪৯ ঃ ১০)

فان تنازعتم فى شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ـ

www.pathagar.com

"কোন বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তবে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি হাওলা কর যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো।" (৪ঃ ৫৯)

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ـ

"এবং তোমাদের মধ্যে যে ব্যাপারেই মতবিরোধ সৃষ্টি হয় তা ফয়সালা করা আল্লাহরই কাজ।" (৪৯ ঃ ১০)

ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
لست منهم فى شيء ـ

"যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ড-খণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে নিশ্চয়ই তোমার কোন সম্পর্ক নেই।" (৬ ঃ ১৫৯)

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى و جعلناكم
شعوبا وقبا ئل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ـ

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজোড়া নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। মনে রেখো, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ যে আল্লাহ্কে সর্বাধিক ভয় করে।" (৪৯ ঃ ১৩)

ان هذه امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاتقون ـ

"এবং তোমাদের উম্মত একই উম্মত এবং আমি তোমাদের রব; অতএব আমাকেই ভয় কর।" (২৩ ঃ ৫২)

www.pathagar.com

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔

"এবং তোমরা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।" (৩ঃ ১০৩)

وتعاونوا على البر و التقوى
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان۔

"পুণ্য ও তাকওয়ামূলক কাজে পরস্পরকে সহায়তা করো, কিন্তু পাপ ও সীমালংঘনমূলক কাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহায়তা করো না।" (৫ঃ ২)

ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔

"তোমরা পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে পড়বে। ধৈর্য সহকারে কাজ করো, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।" (৮ঃ ৪৬)

ولاتلمزوا انفسكم ولاتنابزوا بالالقاب۔

"একে অন্যের বদনাম করো না এবং অপমানজনক উপাধিতে সম্বোধন করোনা।" (৪৯ঃ ১১)

كنتم خير امة اخرجت للناس۔

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে মানবতার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (৩ঃ ১১০)

ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون۔

"তোমাদের উম্মত একই উম্মত, আমি তোমাদের রব, অতএব আমারই ইবাদত কর।" (২১ঃ ৯২)

www.pathagar.com

يا ايها الذ ين امنوا ادخلوا فى السلم كا فة ولاتتبعوا خطوات الشيطان ـ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সবাই পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদচিহ্ন অনুসরণ করো না।" (২ ঃ ২০৮)

ولتكن منكم امة يد عون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ـ

"তোমাদের মধ্যে একটি দল (উম্মত) থাকা উচিত যারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেবে, অসৎকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। তারাই সফলকাম।" (৩ ঃ ১০৪)

www.pathagar.com

ইসলামী ঐক্য সম্পর্কে শিয়া-সুন্নী গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিবর্গের অভিমত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

···· সমগ্র ইতিহাসে. বিশেষ করে সাম্প্রতিক শতাব্দী সমূহে ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদের বিভক্ত ও তাদের যোগ্য নেতৃত্বকে দুর্বল করে তাদের মধ্যে বিরোধ ও অনৈক্য সৃষ্টি করা এবং বিরোধ ও অনৈক্যের বীজ বপণ করে জাতীয়তাবাদের বর্ণবাদ ও ভাষা ভিত্তিক ধ্যান-ধারণা ও ভাবধারাকে জাগ্রত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। আপনাদের সবার উচিত ছোটখাট মতপার্থক্য পরিহার করে সত্যিকার ইসলামের দিকে ফিরে আসা ও মুসলিম জাতিসমূহের মহাসমুদ্রের তীরে দাঁড়ানোর জন্যে প্রচেষ্টা চালানো। আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আপনাদের এক শক্তিশালী দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তিরূপে ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে।···

—আয়াতুল্লাহ মুনতাজেরী।

·· ··· হে আমার মুসলিম ভাতৃবৃন্দ ও পণ্ডিতগণ (আলেমগণ), আমরা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাগণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে নীতিমালা গ্রহণ করেছি তা হচ্ছে ঐক্যের কালেমা ও কালেমার ঐক্য। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলের সম্ভাবনাময় নীতিমালা গ্রহণের জন্যেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরাশক্তিসমূহ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উপর বিভিন্নভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিপ্লব ইসলামের সর্বাধিক মৌলিক নীতিমালার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার কারণে ঐ সমস্ত শক্তিসমূহের মধ্যে আতংক ও ভীতি এবং উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে—যারা বিগত দু' শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে বিভিন্ন জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। ফলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হচ্ছে। বিশ্বজোড়া যুদ্ধবিদরা আজ আমাদের ইসলামী ঐক্য, বিশ্বাস ও ভ্রাতৃত্বের নীতিমালা ও শ্লোগানের কারণে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।...

—সাইয়েদ আলী খামেনী

(প্রেসিডেন্ট, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান)

·····আসুন আমরা সবাই মিলিতভাবে ইসলামের জন্যে কাজ করি এবং ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্যে সংগ্রাম করা ছাড়া আমরা সবকিছু ভুলে যাই। এখনও কি মুসলমানদের একথা বুঝা ও শিয়া-সুন্নী ব্যবধান দূর করার সময় আসেনি ?···

—শহীদ নবাব সাফাবী

(ফেদাইন ইসলামী সংগঠনের নেতা)

www.pathagar.com

.....শিয়া-সুন্নীদের মধ্যে ব্যবধান নেই কিন্তু ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপণ করে তাদেরকে বিভক্ত করতে চায়।...

শায়খ আহমদ কাফ্‌তারু
(সিরিয়ার উচ্চ পর্যায়ের মুফতী)

.....মুসলমানদের ঈমানী ঐক্য হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একক উপাদান বা মুসলিম দেশসমূহের বর্ণ, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ব্যবধান দূর করতে এবং মুসলিম জাতিকে বিভক্ত করার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম। ... মুহাম্মদ হোসাইন আমীন
(জাফরী মাযহাব প্রধান ; সিডোন, লেবানন)

.....যে বিষয়টি এ পুস্তক (মুসলমান ; তারা কারা ?) লিখতে আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে তা হচ্ছে মুসলিমদের মধ্যে 'শিয়া-সুন্নী'—এ অন্ধ বিভক্তি। এ বিভক্তি নিরক্ষরতা দূর হওয়ার সাথে সাথে নিঃশেষ হতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু সংকীর্ণ ও বিদ্বেষমনা লোকদের মধ্যে তার কিছু শিকড় এখনও প্রোথিত রয়েছে, কারণ সে সমস্ত কিছু মূলতঃ একশ্রেণীর লোকদের দ্বারা শিকড় গেড়েছে যারা ভাই ভাইয়ে বিভক্তির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহ শাসন করেছে। ঐ সমস্ত শাসকরাই ইসলামের শত্রুদের প্রতি ভালবাসা রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং যারা একে অন্যের রাজ্য শোষণ করেই বেঁচে রয়েছে। আমরা সুন্নী ও শিয়া ভাইদেরকে বলতে চাই যে পবিত্র কোরআনকে অনুধাবন করার প্রশ্নেই শিয়া-সুন্নী পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। সুন্নী এবং শিয়া কুরআন সুন্নাহর প্রশ্নে কখনই মতপার্থক্য করেনি, শুধু পার্থক্য হচ্ছে সেগুলো অনুধাবনের ক্ষেত্রে। .. —সামীহ-আতিফ আল-জায়েন
(দুটো আরবী গ্রন্থ : "ইসলাম ও মানবিক শিক্ষা"
এবং 'মুসলিম : তারা কারা ?" এর লেখক)

.....যদি আমি দারুল তাকরীব এর সভাগুলোর বর্ণনা তুলে ধরতে পারতাম! ঐসব সভাগুলোতে মিসরীয়রা ইরানী, লেবাননী, ইরাকী, পাকিস্তানী বা বিভিন্ন মুসলিম জাতি থেকে আগত লোকদের সঙ্গে পাশাপাশি আসন গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন মাযহাব হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বেলী-এর অনুসারীগণ ইমামী ও জায়েদী মাযহাবের অনুসারীদের সঙ্গে একই গোলটেবিলে বসেছে জ্ঞান, নিষ্ঠা ও ফকিহসুলভ ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার স্পিরিট নিয়ে। ... শায়খ মুহাম্মদ শালতুৎ
(সাবেক প্রধান : আলহাজহার বিশ্ববিদ্যালয়)

www.pathagar.com

ইসলামী ঐক্য প্রশ্নে ইমাম খোমেনী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১। মুসলিম ঐক্যের তাৎপর্য

.. .. ঐক্য হচ্ছে এমন একটি আদর্শ যার দিকে পবিত্র কোরআন মানুষকে নির্দেশনা দিয়েছে এবং মহান ইমামগণও মুসলিমদের ঐক্যের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। মূলতঃ ইসলামের প্রতি আহবান মানেই হচ্ছে ঐক্যের প্রতি আহবান – জনগণকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান। আপনারা জানেন যে, তারা (ইসলামের দুশমনরা) এ ধরনের ঐক্যকে বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। বিশেষ করে সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে তারা কঠোরভাবে চেষ্টা করেছে যাতে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়, কেননা তাদের বিশেষজ্ঞগণ বুঝতে পেরেছে যে, যদি বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ সংহত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তাহলে কোন শক্তিই তাদের মুকাবেলা করতে ও তাদের উপর শাসন চালাতে সক্ষম হবে না। তাই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার জন্যে তাদের সামনে একমাত্র বিকল্প হচ্ছে বিভিন্ন ইসলামী দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপণ করা।
(গিলান প্রদেশের ও রাস্ত শহরের জুম্মার ইমামদের উদ্দেশে প্রেরিত ইমামের বাণী থেকে উদ্ধৃত, জানুয়ারী ১৩, ১৯৮২)

.....ইসলাম আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত জাতিসমূহ—তা আরব হোক, তুর্ক, পারস্য বা যাই হোক না কেন সবাইকে নিয়ে দুনিয়ার এক মহান সম্প্রদায় গড়ে তোলা যার নাম 'মুসলিম উম্মাহ'। তাদের সংখ্যা-শক্তির কারণে ইসলামী কেন্দ্র ও সরকার সমূহের উপর কেউই আধিপত্য স্থাপন করতে পারবে না। পরাশক্তি সমূহ ও মুসলিম দেশসমূহে তাদের সেবাদাসেরা মুসলিম জনগণকে বিভক্ত করার ও তাদের প্রতি মহান আল্লাহ নির্দেশিত ভ্রাতৃত্বকে বিনষ্ট করার পরিকল্পনা করে আসছে। এসমস্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে মুসলমানদেরকে তুর্ক জাতি, কুর্দী জাতি, আরব জাতি, ইরানী জাতি প্রতিষ্ঠার ছদ্মাবরণে মুসলিম জাতিকে বিভক্ত করা। তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে যা মূলতঃ ইসলাম ও মহান গ্রন্থ কুরআন নির্দেশিত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত। সমস্ত মুসলমানগণই ভাই ভাই ও সমান এবং কেউই একে অন্য থেকে পৃথক নয়। সমস্ত মুসলমানকেই ইসলাম ও তওহীদের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে হবে। ... (খুজিস্তান প্রদেশের আরব গোত্র প্রধানদের উদ্দেশে ইমামের বাণী—ডিসেম্বর-২৯, ১৯৮০)

www.pathagar.com

.....ইসলামের অভ্যুদয়ের পর হতেই মুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদগণ মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়ে আসছেন যাতে করে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলাম বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। একজন মুসলমান তিনি যেখানেই বসবাস করুক না কেন তার উচিত অন্য মুসলমানদের সাথে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি করা। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মানুষকে সে পথে ধাবিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (দঃ) এবং ইমামগণ (রঃ) ও এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এসব নির্দেশ ও উপদেশের প্রেক্ষিতে সচেতন আলেমগণ মুসলমানদেরকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্য ও তওহীদের দিকে আহবান জানিয়েছেন। ...

(পাকিস্তানী অভ্যাগতদের উদ্দেশে ইমামের বক্তব্য থেকে, নভেম্বর-৭, ১৯৮১)

.....ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সম্মানিত কর্মকর্তাগণ বারবার ঘোষণা করে আসছে যে, ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সরকার ও জাতি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের সাথে ভ্রাতৃত্ব ও দুনিয়ার সমস্ত দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কামনা করে। বর্তমানে, যখন ইসলামী প্রজাতন্ত্র এতদঞ্চলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি তারা আবার সেই একই সূত্রের পুনরাবৃত্তি করছে এবং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ ও ঐক্যকে বিশ্বগ্রাসী আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দান করেছে। পবিত্র কুরআনে যেমন বলা হয়েছে, সেও (ইসলামী প্রজাতন্ত্র) মুনাফেকী ও অনৈক্যকে মুসলিম শক্তির ব্যর্থতা ও ধ্বংসের কারণ বলে মনে করে।...

(১৫ই খুরদাদ অভ্যুত্থান বার্ষিকীতে ইমামের বাণী—জুন-৫, ১৯৮৩)

২। ইসলামী ঐক্যের ফলাফল

(ক) আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহযোগিতা ঃ

.....যদি সমস্ত দল ও সম্প্রদায় এগিয়ে আসে এবং ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করবেন। ...

(পুনর্গঠন অভিযানের সদস্যবৃন্দের উদ্দেশে প্রেরিত বাণী থেকে, জুন—১৭, ১৯৮১)

www.pathagar.com

(খ) মুসলিম গৌরবের পুনরুত্থান ঃ

..... ইসলামের প্রতি বিশ্বাসী দুনিয়ার মুসলমানগণ ! ঐশী ঐক্য ও তওহীদের ভিত্তিতে এবং ইসলামের শিক্ষার আশ্রয়ে জেগে উঠুন। আপনাদের দেশ ও তাদের অঢেল সম্পদরাশী হতে পরাশক্তির বিশ্বাসঘাতক হস্তকে গুড়িয়ে দিন। ইসলামের গৌরব উদ্ধার করুন; অনৈক্য ও মন্দ কামনাসমূহ দূরীভূত করুন। আপনাদের সবই রয়েছে।.....

(হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশে ইমামের বাণী—সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৮০)

(গ) মুসলমানদের স্বাধীনতা ও মুক্তি এবং ইসলামের শত্রুদের উপর বিজয় ঃ

.. ... মহান আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মুক্তি কেবল অর্জিত হতে পারে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও মুসলমানদের পারস্পরিক ভালোবাসার ভিত্তিতে।... (ইরানী নববর্ষে ইমামের বাণী—মার্চ ২১, ১৯৮২)

.....মুসলমানগণ ইনশাআল্লাহ এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং তাদের দেশসমূহ থেকে দুর্নীতি ও অত্যাচারের উৎসমূল উৎখাত হবে, এবং অনাচারের জীবাণু ইসরাঈলও আল-আকসা থেকে বিতাড়িত হবে। আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছাবো ও সেখানে ঐক্যের সালাত আদায় করবো ইনশাআল্লাহ। ...

(কুদস সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে ইমাম—আগস্ট ৯, ১৯৮০)

(ঘ) পরাশক্তিসমূহের উপর বিজয় লাভ ঃ

..... আধিপত্যবাদ ও নির্যাতনের শিকার হে দুনিয়ার মুসলিম ও বঞ্চিত জনতা ! জেগে উঠুন ও ঐক্যবদ্ধ হোন এবং ইসলাম ও নিজেদের ভাগ্য প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হোন। ক্ষমতাসীনদের হট্টগোলে ভীত হবেন না। বর্তমান শতাব্দী হবে ইনশাআল্লাহ জালেমের উপর মজলুমের বিজয়ের শতাব্দী, মিথ্যার উপর সত্যের বিজয়ের শতাব্দী।...

(হজ্জ যাত্রীদের প্রতি ইমামের বাণী —সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৮১)

.. .. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিশ্ব শোষকদের জন্য প্রধান ভীতির কারণ হচ্ছে ইসলাম। কেননা ইসলামই হচ্ছে এমন শক্তি যা দুনিয়ার মুসলমান-দেরকে তওহীদের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। ইসলামই পারে

www.pathagar.com

মুসলিম দেশসমূহ ও দুনিয়ার বঞ্চিত মানুষের উপর থেকে বিশ্ব অপরাধী-দের হস্তকে ধ্বংস করতে। ইসলামই পারে বর্তমান পৃথিবীর সামনে এক ঐশী প্রগতিশীল ও উচ্চতর চিন্তাধারা ও ব্যবস্থা উপস্থাপন করতে।...

(হজ্জ যাত্রীদের প্রতি ইমামের বাণী— সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৮১)।

(ঙ) ইসলামী স্বাধীনতা অর্জন ঃ

.....মহান আল্লাহর নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা যে, তিনি যেন মুসলমানদের সমঝোতা ও ঐক্যদানে সমৃদ্ধ করেন যাতে অনাদের দ্বারা তারা লুণ্ঠিত না হয় এবং তারা স্বাধীন থেকে নিজেদের দেশসমূহ নিজেদের লোকেরাই পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। যদি ইসলামী দেশসমূহের সরকারগুলো যাদের রয়েছে প্রভূত সম্পদ ও উল্লেখযোগ্য জনশক্তি তারা ঐক্যবদ্ধ হয় তবে অন্য কোন শক্তি বা দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কোন প্রয়োজনই হবে না। বরং অন্যরাই মুসলিম দেশসমূহের উপর নির্ভরশীল হবে। যদি মুসলমানগণ ও তাদের সরকারসমূহ পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বকে সুদৃঢ় করতে পারে; যা আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন তাহলে আফগানিস্তান, প্যালেস্টাইন বা পৃথিবীর অন্য কোন অঞ্চলই দখল হতে পারে না। যদি মুসলিম সরকারগুলো ঐক্যের ব্যাপারে ঐক্যমত হতে পারে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়ন কারোরই উপর নির্ভর করতে হবে না। যতদিন পর্যন্ত আপনারা বিক্ষিপ্ত থাকবেন, থাকবেন বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত ততদিনই পরনির্ভরশীলতার প্রয়োজন থাকবে। কেন মুসলমানগণ ইসলাম ও আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনে যেখানে সর্বদাই মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে ও বিচ্ছিন্ন না হতে আহবান জানাচ্ছে—এসব সহায়তা লাভ করা সত্ত্বেও আল্লাহ ও প্রিয় ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করছে ?...

(স্বাক্ষরতা অভিযানের সদস্য ও রিপাবলিকান পার্টির হেডকোয়ার্টারে বোমা বিস্ফোরণে শাহাদাত প্রাপ্তদের পরিবারবর্গের উদ্দেশে ইমামের বাণী—ডিসেম্বর ২৮, ১৯৮১)

(চ) মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ঃ

.....যদি মুসলমানগণ ঐক্যবদ্ধ হতে ও কালেমার ঐক্য অর্জন করতে পারে তাহলে কুদ্‌স, আফগানিস্তান বা অন্য কোন মুসলিম দেশের সমস্যাই সৃষ্টি হবে না।...(কুদস দিবস উপলক্ষে ইমামের বাণী—আগষ্ট ৬, ১৯৮০)

www.pathagar.com

..... যদি আমাদের দুশমনরা সর্বাধিক শক্তি দ্বারাও সজ্জিত হয় তবুও তারা সে জাতিকে প্রতিরোধ করতে পারবে না যাদের অস্ত্র হচ্ছে আল্লাহু আকবর (আল্লাহ শ্রেষ্ঠ)।... (ঐক্য সপ্তাহ উপলক্ষে বিদেশী অভ্যাগতদের উদ্দেশে ইমাম—জানুয়ারী ১০, ১৯৮১)

৩। "কালেমার ঐক্য" — ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিজয়ের চাবীকাঠি

..... মনে করবেন না যে, ইরানের খুব অস্ত্রশস্ত্র ছিলো। না, ইরানের অস্ত্র ছিল পাথর, লাঠি ও হাত। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক অস্ত্র ছিলো মহান আল্লাহ ও তার দ্বীনের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং একই শক্তির উৎসের উপর ও কালেমার ঐক্যের প্রতি নির্ভরতা।... (কুদস সম্মেলনে অংশগ্রহণ-কারীদের প্রতি ইমামের বাণী — আগষ্ট, ৯, ১৯৮০)

.....যখন ইরানী জাতি এগিয়ে আসল, ঐক্যবদ্ধ হলো ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলো, তখন আর পরাশক্তিসমূহ তাদের মুকাবেলায় টিকতে পারলো না। তাই তারা ইরান ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো।.. (পুনর্গঠন অভিযানের সদস্যবর্গের প্রতি ইমামের বাণী—আগষ্ট, ১৮, ১৯৮০)

৪। বিরোধের বীজ বপণ—পরাশক্তি সমূহের এক জঘন্য পরিকল্পনা

.....আমাদের বিরোধীরা মজলুম জনগণের মধ্যে ইসলামী বা অন-ইসলামী দেশ যাই হোক না কেন অনৈক্যের বীজ ছড়ানোর চেষ্টা করছে এবং তারা চায় মুসলিম জাতিসমূহকে একে অন্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে। এজন্যই তাদের মুসলিম নামধারী মুখপাত্ররা যারা প্রকৃতপক্ষে ইহুদীবাদের সঙ্গে গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ তারা চেষ্টা চালাচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে। এসব হচ্ছে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও কৌশল

www.pathagar.com

যা পরাশক্তিসমূহ উদ্ভাবন করছে। যাতে মুসলিম দেশগুলোতে তাদের সেবাদাসেরা তা প্রয়োগ করতে পারে। ..

(পুনর্গঠন অভিযানের সদস্যগণের সামনে ইমামের বাণী—আগষ্ট ১৮, ১৯৮০)

..... যারা চায় ইসলামী দেশসমূহকে শোষণ করতে, তারা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, বিরোধ ও বিভক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছার সর্বাধিক উত্তম পথ বাছাই করেছে। পরাশক্তির এজেন্টরা কোনক্রমেই শীয়া-সুন্নী ঐক্য বাস্তবায়িত হতে দিতে চায় না। লক্ষ্য করুন। আয়াতুল্লাহ মুনতাজেরী কর্তৃক ঐক্য সপ্তাহ তার মূল্য ও কল্যাণ সহকারে পালনের আহবানের সাথে সাথে হিজাজ (সৌদী আরব) থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে যে নবী (দঃ)-এর জন্মদিবস পালন একটি শের্কের (অংশীবাদিতা) লক্ষণ।

(বখতারান ও ইলাম প্রদেশের জুম্মার ইমামদের উদ্দেশে বাণী—ডিসেম্বর ২৯, ১৯৮১)

..... মুসলমানদের মধ্যে যেসব বিরোধ ও জটিলতা রয়েছে সেগুলোর উৎস সম্পর্কে আমরা স্বীকার করি যে, এসব ব্যাপারে গোপন হাত রয়েছে। শীয়া-সুন্নীদের মধ্যে কাফের ও মুশারিকদের মুকাবেলায় যে পরিমাণ ঐক্য থাকা প্রয়োজন তা নেই। এ সমস্ত 'হাত' এখনও সক্রিয় রয়েছে কেননা এখনও অনেক বিরোধ পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য অঞ্চলে বিরাজমান রয়েছে। একথা স্পষ্ট যে এসব বিরোধ মুসলমানদের দুর্বল করছে এবং আধিপত্যবাদীদেরকে শক্তিশালী করছে। আমরা আশা করি, তাঁরা (ঐ সমস্ত দেশের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ) তাদের নিজ নিজ দেশে ও পার্শ্ববর্তী সরকার-গুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ দূর করার জন্যে কঠোরভাবে প্রচেষ্টা চালাবেন যাতে করে মুসলমানগণ কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

বিশ্বজোড়া জালেম সম্প্রদায় চায় ইসলামকে ধ্বংস করতে যাতে আমাদের ইসলামী গুণাবলী বিনষ্ট হয়ে যায়। এখন আমাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করা উচিত নয়, যেখানে মুসলমানদেরকে কাফের, মুশরিক ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হচ্ছে। যদি একশত কোটি মুসলমান তাদের

www.pathagar.com

বিরাট এলাকা সহ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হয় এবং একই ফ্রন্টে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে উপনিবেশবাদের দোসর কিছু সংখ্যক ইয়াহুদী তো দূরের কথা বিশাল ক্ষমতাধর উপনিবেশবাদীর পক্ষে নিশ্চিত ভাবেই কোন মুসলিম দেশ আক্রমণ করা সম্ভব নয়। .....

(বাংলাদেশী কতিপয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে ইমামের বাণী — সেপ্টেম্বর ১, ১৯৮২)

.....তারা (আমেরিকা এবং বৃহৎ শক্তি) দুনিয়ার মজলুম জাতির সাথে পশুর মতো ব্যবহার করে। অতএব যদি আপনারা (আঞ্চলিক ও অন্যান্য ইসলামী নেতৃবৃন্দ) এগিয়ে না আসেন এবং ইসলামী ঐক্য স্থাপন না করেন তাহলে আপনারা কখনও এসমস্ত জালেম শক্তির প্রতিরোধ করতে পারবেন না। ঐ সমস্ত শক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের সম্পদসমূহ লুণ্ঠন করা যার ফলে আজ আপনাদের জাতিসমূহের বর্তমান অবমাননা কষ্ট দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়েছে অথচ আপনারা এখনও নিশ্চুপ হয়ে অপেক্ষা করছেন কখন ওয়াশিংটন আপনাদের দুর্দশা লাঘব করতে এগিয়ে আসবে। মনে রাখবেন ঐ সমস্ত পরাশক্তি কখনই এতটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে না বরং তারা আমাদের মধ্যে অনৈক্যের বীজই বপণ করবে। আমি বার বার আপনাদেরকে অনৈক্য ও বিরোধের ব্যাপারে সতর্ক করে দিচ্ছি। ...

(একদল উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদের উদ্দেশে ইমামের বাণী — মার্চ ২১, ১৯৮৩)

.....অন্য একটি বিষয় যা ভালোভাবেই আনুধাবন করতে হবে যে যখন বিশ্ব মুসলিম ও মজলুম শক্তি বিশ্বব্যাপী লুণ্ঠনকারীদের ও শোষকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছে তখন ঐসব জালিম শক্তি তাদের ঘৃণ্য চক্রান্ত বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা প্রচারণার মাধ্যমে অথবা দেশীয় বিশ্বাসঘাতক বেতনভোগী দালালদের মাধ্যমে ভীতিজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে কিন্তু যদি তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই তাহলে ঐসব শক্তি সফলতা লাভ করতে পারবে না।

এ বিষয়ে বহু উদাহরণ রয়েছে এবং জীবন্ত প্রমাণ হচ্ছে আমাদের এ অঞ্চলে ইরান ও আফগানিস্তান। ... (ঈদুল আজহা উপলক্ষে হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশে ইমাম — সেপ্টেম্বর ২, ১৯৮৩)

www.pathagar.com

৫। বিরোধ সৃষ্টিকারী এজেন্টসমূহ

(ক) পরাশক্তির সমর্থক ও এজেন্টগণ ঃ

..... যারা আমাদের সুন্নী ও শীয়া ভাইদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করতে চায় তারা মূলতঃ ইসলামের শত্রুদেরই সেবা করছে এবং মুসলমানদের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষেত্র তৈরীর লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। তারা আমেরিকাপন্থী এমন কি এদের কেউ কেউ সোভিয়েতপন্থীও রয়েছে। ...

(পুনর্গঠন অভিযানের সদস্যদের উদ্দেশে ইমামের বাণী—আগষ্ট-১৮, ১৯৮০)

.....আমাদের সুন্নী ভাইদের এটা জানা প্রয়োজন যে, শয়তানী শক্তির নিকৃষ্ট এজেন্টরা কখনই ঐক্য এবং যা কিছু ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর তার কিছুই চায় না। এটা অপরিহার্য যে, মুসলমানগণ তাদের প্রতিরোধ করবে এবং কোন মুনাফেকী প্রচারণায় কান দেবে না। ...

(হজ্জযাত্রীদের উদ্দেশে ইমামের বাণী—সেপ্টেম্বর ১২,-১৯৮০)

(খ) দরবারী ও রাজতান্ত্রিক আলেম ঃ

... ইরান থেকে যখন ঐক্যের আওয়াজ তোলা হচ্ছে তখনই আমরা হেজাজ থেকে তার বিরোধিতার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। সেই হেজাজ যে হেজাজ ঐশী গ্রন্থ নাজিলের কেন্দ্র, যেখানে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) মানুষকে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে সবাই মিলে আঁকড়ে ধরার জন্য আহবান জানিয়েছিলেন। এটা এখন এমন এক স্থানে পরিণত করা হয়েছে যেখানে দরবারী ধর্মীয় নেতারা মুসলমানদের বিভক্ত করার লক্ষ্যে শোরগোল সৃষ্টি করছে। আর ইরান যাকে ঐ সমস্ত (সৌদী) দরবারী ধর্মীয় নেতারা ধর্ম-বিরোধী বলে ঘোষণা করেছে সেখান থেকেই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর জন্ম বাষিকীতে ঐক্যের আওয়াজ তোলা হচ্ছে।.....

(ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ হেড কোয়ার্টার স্টাফদের উদ্দেশে ইমামের বাণী —ডিসেম্বর ১৮, ১৯৮১)

..... মুসলমানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র ক্ষমতার প্রাধান্য বিস্তারকারীদের অন্যতম অপরাধ যা তারা বিভিন্নভাবে ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে করে আসছে। মুসলমানদের মধ্যে বিরোধের ফলে ঐসব লোকেরাই

www.pathagar.com

উপকৃত হচ্ছে। এদের মধ্যে রাজতন্ত্রের মদদপুষ্ট ধর্মীয় নেতারা জালেম সুলতানদের চেয়েও কলংকজনক ও কালিমালিপ্ত। প্রতিদিনই তারা বিরোধকে চাঙ্গা করছে এবং এজন্য তারা সবকিছুই করে যাচ্ছে।

মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিটি ভিত্তিকে ধ্বংস করার জন্যে তারা সদাসর্বদাই বিভক্তি সৃষ্টির পরিকল্পনা করছে, ষড়যন্ত্র তৈরী করছে। ...

(হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশে ইমামের বাণী —সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৮১)

(গ) দুর্নীতিবাজ ও অনাচারী সরকার সমূহ ঃ

..... আমেরিকার নীতিসমূহের বিরুদ্ধে অতিমাত্রায় অভিযোগ করা ঠিক নয়। যদিও একথা সত্য যে আমেরিকাই হচ্ছে সমস্ত দুর্নীতি ও অনাচারের প্রসূতি। কিন্তু আমাদেরকে মুসলিম দেশ সমূহের বিশেষতঃ মুসলিম জাতি সমূহের নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধেই বেশী সোচ্চার হতে হবে এবং তাদের কুকীর্তি সমূহের বিরুদ্ধে গগনভেদী শ্লোগান তুলতে হবে। ...

(ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ হেডকোয়ার্টার স্টাফদের উদ্দেশে ইমামের বাণী —ডিসেম্বর ১৮, ১৯৮১)

..... ইসরাঈল যখন ইসলামী দেশগুলোকে আক্রমণ চালিয়েছে এবং নিরপরাধ ও প্রতিরক্ষা বিহীন মুসলমানদের হত্যা করছে তখন এতদঞ্চলের সরকারগুলো নির্বুদ্ধিতা ও আপোসকামিতার মধ্যে লিপ্ত রয়েছে। এর বাইরে তাদের খুব কম মনোযোগ আছে। অধিকন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে ইসরাঈলের হাত থেকে নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে তারা আমেরিকার সহযোগিতা কামনা করছে, অথচ আমেরিকাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধী, মহা ক্রিমিনাল। বস্তুতঃ তারা সাপ থেকে বাঁচতে গিয়ে ড্রাগনের দিকে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে মুকাবেলা করার জন্য যদিও ঐসমস্ত সরকারসমূহের সমস্ত উপায় উপকরণই আছে তথাপি তারা বিশ্বের ঐসমস্ত জালেমদের বিরুদ্ধে একটি কঠোর শব্দও উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছে না।

অতএব এমতাবস্থায় তাদের জীবদ্দশায়ই তাদেরকে ধ্বংস হওয়া ও সর্বপ্রকার হীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করা উচিত।

হে মুসলামানগণ ও দুনিয়ার মজলুম জনতা! জেগে উঠো এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে নাও, কতদিন আর তোমরা বসে থাকবে এবং

www.pathagar.com

ওয়াশিংটন ও মস্কোর হাতে তোমাদের ভাগ্য সোপর্দ করে দেবে। আর কতদিন আমেরিকার আবর্জনা ও লুণ্ঠনকারী ইসরাঈলের হাতে তোমাদের কুদ্‌স্ ধ্বংস হবে? কুদসভূমি ও লেবানন এবং সেখানকার নিপীড়িত মুসলিম জনতা আর কতদিন ঐসমস্ত দাগী অপরাধীদের অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ থাকবে?... (আগষ্ট ১, ১৯৮১)

.....প্রত্যেকটি মুসলিম সরকারের সাথে আমরা ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক চাই যদিও তারা ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। তাদেরকে উৎসাহিত করছি সঠিক পথে ফিরে আসার জন্যে ও ভ্রাতৃত্বের হাত প্রসারিত করার জন্যে। আমরা তাদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রশ্নে যত্নশীল কিন্তু সাথে সাথে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সেবাদাস ও এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করছি। তারা যদি নিজেদের জাতিসমূহের প্রতি সযত্ন ও সাহায্যমূলক আচরণ করে এবং ইসলামী নীতিমালা অনুসারে কাজ করে তাহলে তারা অনুভব করবে যে গোটা জাতি তাদের সমর্থন করছে এবং সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করছে —যেমনটা ঘটেছে ইরানের ক্ষেত্রে।...

(হজ্জ উপলক্ষে ইমাম—আগষ্ট ১৬, ১৯৮৩)

(ঘ) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপন্থী বুদ্ধিজীবী মহল ঃ

..... যে সমস্ত কারণ শোষকদের নিগড় থেকে দুনিয়ার মুসলিম ও অন্যান্য মজলুম জনতার মুক্তি লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং তাদের বর্তমান হীন ও পশ্চাদপদতার মধ্যে নিয়োজিত করছে তার অন্যতম হচ্ছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অন্ধ প্রভাবিত এজেন্টদের সর্বমুখী প্রচারণা অভিযান। এসব প্রচারণা তারা চালাচ্ছে পরাশক্তি সমূহের নির্দেশক্রমে অথবা নিজদের অদূরদর্শিতার কারণে এবং অদ্যাবধি তাদের এহেন কাজ অব্যাহত রয়েছে।

এ সমস্ত প্রচারণার লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি সমূহকে এ কথা বুঝানো যে বৈজ্ঞানিক অবদান, সভ্যতা ও প্রগতি সবকিছুই হচ্ছে সম্রাজ্যবাদ ও কমিউনিজম দু'অংশের জন্যেই এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্য জগত—সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকাই হচ্ছে উৎকৃষ্ট জাতি গোষ্ঠী আর অন্যরা হচ্ছে নিকৃষ্ট। তারা একথাই আমাদেরকে বুঝাতে চায় যে তাদের যাবতীয় উন্নতি তাদের জাতি, গোষ্ঠী ও বর্ণের উৎকৃষ্টতার জন্যেই। আর অন্যদের পশ্চাদপদতার জন্য নিকৃষ্ট বর্ণই দায়ী। অন্য কথায় তারা উন্নত,

www.pathagar.com

অন্যরা হচ্ছে অনুন্নত জাতি, লক্ষ লক্ষ বছরের ব্যবধানে যাদের অবস্থার আপেক্ষিক বিবর্তন ঘটতে পারে। অতএব নিজস্বভাবে উন্নতির চেষ্টা নিষ্ফল চেষ্টা মাত্র। তাই "মুক্ত" মানবতা হয় পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ নতুবা প্রাচ্যের কমিউনিজমের উপর নির্ভরশীল থাকবেই। অর্থাৎ আমাদের নিজস্ব বলতে কিছু নেই, বিজ্ঞান, সভ্যতা, আইন-কানুন ও প্রগতি সবকিছুই প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্যের পরাশক্তির নিকট থেকেই গ্রহণ করতে হবে। এ সমস্ত ধ্যান-ধারণা চাপানোর ফলেই মূলতঃ আমরা বর্তমান হীন অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছি। ···

(ঈদুল আজহা উপলক্ষে ইমামের বাণী—সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৮৩)

···· বিশ্বের মুসলমানগণ! ইসলামের সংস্কৃতির উপর নির্ভর করুন এবং পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যের বিষাক্ত ও অন্ধ অনুসরণের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। নিজদের দু'পায়ে দাঁড়ান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করুন। নিজদের পরিচয় ও সত্তা অনুসন্ধান করুন। মনে রাখবেন ভাড়া করা বুদ্ধিজীবীরা আপনাদের দেশ ও জাতির ঘাড়ে বিপর্যয় চাপিয়ে দিয়েছে। আপনারা ঐক্যবদ্ধ ও সত্যিকারের ইসলামের উপর নির্ভরশীল না হওয়া পর্যন্ত যা ইতিমধ্যে ঘটেছে তা ঘটতেই থাকবে। ·····

(হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশে ইমামের বাণী—সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৮০)

৬। বিরোধ ও অনৈক্যের কারণ সমূহ

(ক) জাতীয়তাবাদ ঃ

তারা (ইসলামের শত্রুরা) চায় আমাদের ঈমানী ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে নস্যাৎ করতে। তারা মুসলমানদেরকে একথা বুঝাতে চায় যেন বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের বিভিন্ন জাতিসত্তা ও পরিচয় রয়েছে, রয়েছে তাদের বিভিন্ন লক্ষ্য। এসবের অন্যতম হিসাবে জাতীয়তাবাদকে দেখানো হচ্ছে এবং তার ভিত্তিতেই একদল মুসলমান ইরানী মূল্যবোধের উন্নয়নের উপর জোর দিচ্ছে, অন্য কোন গ্রুপ আরব, কেউ আবার তুর্কী বা অন্য কোন দেশীয় মূল্যবোধের উপরে জোর দিচ্ছে। জাতীয়তাবাদের পিছনে যে ভাবধারা রয়েছে তা হচ্ছে এক জাতি ও এক ভাষাভাষী লোকদেরকে অন্য জাতি ও ভাষাভাষী লোকদের বিরোধিতায় উদ্বুদ্ধ করা।

www.pathagar.com

এ ধরনের ভাবধারা মহানবী (দঃ) এর দাওয়াতের উদ্দেশ্য যা ছিলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঐক্য ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের আহবান তাই নস্যাৎ করে দেয়। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে তারা প্রধানতঃ অজ্ঞতাবশতঃ কখনও কখনও জেনে বুঝেই জাতীয়তাবাদের মতো বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করছে। তারা যুক্তি দেয় যে আরব জাতিসমূহ এপথে চলছে ; অথবা মুসলমানদের এ রকম হতে হবে, ইরানীদেরকেও এপথ অনুসরণ করতে হবে। তারা এমন কি সাদা-কালো এবং হলুদ গাত্র বর্ণকেও সামাজিক ও জাতীয় পার্থক্য বা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টতার মানদণ্ড হিসেবে পেশ করে থাকে—এমনি আরো কত কি। ব্যবধান সৃষ্টিকারী এসব বিষয়াবলী শয়তানী পরাশক্তি সমূহের নিকট থেকে উদ্ভূত, যারা চায় জাতিসমূহ ও তাদের জনগণকে বিভক্ত করতে, কিন্তু আমরা দেখি যে ইসলাম ভ্রাতৃত্বের মূলাবোধের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে যা বিধৃত হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে "মুমেনগণ একে অন্যের ভাই"। এ আয়াত একথাই বলছে যে মুমেনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ছাড়া পারস্পরিক পার্থক্যমূলক কোন মর্যাদা নেই। ঐসব শক্তি বুঝতে পেরেছে, যদি উল্লেখিত আয়াতের তাৎপর্য বাস্তবে রূপ লাভ করে তাহলে তাদের আধিপত্যবাদী গোপন কারসাজী এসব দেশে সফল করতে পারবে না।...

(ঐক্য সপ্তাহ উপলক্ষে বিদেশী অভ্যাগতদের উদ্দেশে ইমামের বাণী—
জানুয়ারী ১০, ১৯৮২)

(খ) বর্ণবাদ ঃ

মতলববাজরা মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা যা প্রচার করে বেড়াচ্ছে তার অন্যতম হচ্ছে গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতীয়তাবাদের বিষয়টি। ইরাকী সরকার বছরের পর বছর ধরে এর সপক্ষে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। অন্যান্য অনেক গোষ্ঠী এ পথ গ্রহণ করেছে এবং মুসলমানদেরকে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত করছে এমনকি কোথাও কোথাও তাদেরকে একে অন্যের দুশমনে পরিণত করেছে। তারা এ বিষয়ে উদাসীন যে নিজেদের মাতৃভূমি ও তদমধ্যস্থিত জনগণকে ভালোবাসা এবং সীমান্ত ও জাতীয় অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষার অভিপ্রায় এমন এক বিষয় যার যৌক্তিকতা আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জাতীয়তাবাদ এক

www.pathagar.com

মুসলিম দেশের প্রেক্ষিতে অন্য মুসলিম দেশের জন্য এমন একটি বিষয় যা মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও মহানবী (দঃ) নির্দেশের বিপরীত বস্তু। এ ধরনের জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিরোধ এবং অনৈক্য সৃষ্টি করছে—যা মূলতঃ ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী। ইহা হচ্ছে বিদেশীদের এক শয়তানী দুরভিসন্ধি। কেননা ইসলাম ও তার অগ্রগতি ঐসব লোকেদের জন্য ক্ষতিকারক।.....

(হজ্জযাত্রীদের উদ্দেশে ইমামের বাণী – সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৮০)

(গ) দুনিয়ার কামনা-বাসনা ঃ

এখনও কি সময় আসেনি যে মুসলমানরা দুনিয়াবী কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হবে এবং মানবতার দুশমনদেরকে দৃশ্যপট থেকে বিতাড়িত করে জুলুম নির্যাতন পরিপূর্ণ অবমাননাকর জীবন যাপনের সমাপ্তি টানবে?

(হজ্জযাত্রীদের প্রতি ইমাম—সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৮১)

৭। অনৈক্য ও বিরোধের ধ্বংসাত্মক ফলাফল

.....আমি মনে করি, মুসলমান ও মুসলিম দেশের সরকারসমূহের সমস্ত সমস্যা ও দুর্দশার মূলীভূত কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে বিভক্তি, অনৈক্য ও বিরোধ। অথচ আজ মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় একশত কোটি, তাদের রয়েছে বিপুল পরিমাণ খনিজ সম্পদ, বিশেষ করে রয়েছে পরাশক্তিগুলোর জীবনীশক্তি তৈল সম্পদ, তাদের আছে মহাগ্রন্থ কুরআনের শিক্ষা, ইবাদত বন্দেগীর অনুষ্ঠানমালা ও মহানবীর (দঃ) রাজনৈতিক শিক্ষা যার আহবান হচ্ছে আল্লাহর রজ্জুকে সবাই মিলে আঁকড়ে ধর, বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে যেয়ো না, বিরোধ করো না। মুসলমানদের নিকট রয়েছে দুটো পবিত্র স্থান যা ছিলো রসূলের (দঃ) জীবদ্দশায় ও তার পরবর্তী সময়ে বহুদিন পর্যন্ত ইবাদত ও রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্র, বড় বড় বিজয় ও রাজনৈতিক নীতিমালা তৈরীর ক্ষেত্র, কিন্তু আজ ভুল ধারণা সাম্রাজ্যবাদী প্রচারণার কারণে পরিস্থিতি আজ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে এসব পবিত্রস্থান সমূহে রাজনৈতিক তৎপরতা সামাজিক তৎপরতা চালানো যা মূলতঃ মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাকে আজ নিষিদ্ধ

www.pathagar.com

ও অপরাধমূলক কাজ বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। কেন সশস্ত্র সৌদী পুলিশ পবিত্র মসজিদের ভিতরে মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে প্রহার, গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করেছে? অথচ আল্লাহ ও পবিত্র কুরআনের সরাসরি ভাষ্য অনুযায়ী মসজিদ হচ্ছে এমন এক স্থান যা পবিত্র ও সবার জন্যে মুক্ত এমন কি যারা গোমরাহ তাদের জন্যও। ...

(বাদশাহ ফাহদের চিঠির জবাবে ইমাম, অক্টোবর ১০, ১৯৮১)

৮। ঐক্যের ভিত্তিসমূহ ঃ

..... আমি আশা করি, বর্তমান ক্রান্তিলগ্নে যখন গোটা পৃথিবী এক সুগভীর পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যখন নিপীড়িত জনতা জেগে উঠছে, বহুদেশ অন্যান্য দেশ থেকে স্বাধীনতা লাভ করছে, আমরা যারা মুসলিম তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হই তাহলে দুনিয়ার বৃহত্তম জনগোষ্ঠীতে পরিণত হবো, পৃথিবীর সম্পদের সবচেয়ে বড় অংশ আমাদের অধিকারে থাকবে। আমাদের মধ্যে রয়েছে অনেক মহান ও বড় বড় ব্যক্তিত্ব। আমরা অতি দ্রুত কুরআনী শিক্ষার ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। একই সময়ে আমাদেরকে ইসলাম ও তওহীদের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে হবে। কখনো পরাশক্তি-গুলোর এজেন্টদেরকে আমাদের দেশসমূহের উপর শাসন চালাতে দিব না ও তাদের পতাকার নীচে নিজেদেরকে অবনমিত হতে দিব না। ...

(মুসলিম দেশের কুটনীতিকদের উদ্দেশে ইমাম—জানুয়ারী ২৫, ১৯৮১)

আল্লাহ চাহেনতো যদি মুসলমানদের ও মুসলিম সরকারগুলোর মধ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও রসূল (দঃ) নির্দেশিত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সে সমস্ত সরকারগুলো তাদের জনগণের পৃষ্ঠপোষকতায় দশ কোটিরও বেশী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রিজার্ভ বাহিনী ও এক কোটিরও বেশী শক্তিশালী নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হতে আর এভাবেই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারবে। কিন্তু এখনও তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে রক্ষা করার জন্য এ অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলো কয়েক কোটি লোকের রিজার্ভ বাহিনী ও এক কোটির বেশী সৈনিকের সমন্বয়ে একটি নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম। তাহলেই সর্বশক্তিকেই তারা ছাড়িয়ে যেতে পারবে।

www.pathagar.com

অতএব এই আশা করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলের সরকারগুলো তাদের ভাষা জাতি গোষ্ঠী ও মাযহাব নির্বিশেষে এবং একমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে এ প্রস্তাবকে বিবেচনা করে দেখবে ও এর ভিত্তি স্থাপনে এগিয়ে আসবে যাতে করে তারা পরাশক্তিগুলোর সম্মুখে নতজানু হওয়া থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীনতা ও মুক্তির সুমিষ্ট আস্বাদ লাভ করতে পারে। এ ধরনের শক্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সমস্ত সরকারগুলো তাদের নিজ নিজ জাতির সঙ্গে সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজ নিজ দেশের প্রতিরক্ষার জন্যে এ জাতীয় পুনরুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারটি বিবেচনা করে দেখা। এক্ষেত্রে তারা ইরান যে তার নিজ অঞ্চলের ও মুসলিম ভাইদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেছে তা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। ..

(ঈদুল আজহা উপলক্ষে ইমামের বাণী—সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৮৩)

.....এটা কি বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে চরম অবমাননাকর নয় যে তাদের সমস্ত জনবল, বস্তুগত সম্পদ ও আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তাদের প্রগতিশীল ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সাথে তাদের পিছনে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন থাকা সত্ত্বেও শতাব্দীর জালেম উৎপীড়ক ও লুণ্ঠনকারী শক্তির সামনে আত্মসমর্পণ করবে?...

(হজ্জযাত্রীদের উদ্দেশে ইমামের বাণী—সেপ্টেম্বর ৬, ১৯৮১)

৯। ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহ

(ক) ইহুদীবাদের মুকাবেলা ঃ

.....যদি কুদস দিবসে সমস্ত মুসলিম দেশ ও জাতিসমূহ জেগে উঠে ও শুধু কুদস নয় বরং সমস্ত নিপীড়িত মুসলিম দেশের জন্য তারা আওয়াজ তুলে তাহলে বিজয় লাভ করবে।...

(কুদস সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারীদের উদ্দেশে ইমাম—আগষ্ট ৯, ১৯৮০)

(খ) হজ্জ অনুষ্ঠান ঃ

.....মক্কা হচ্ছে একটি সামাজিক বিষয়। সমস্ত মুসলিম দেশ থেকে মুসলমানরা সেখানে যেতে ও বিভিন্ন সমাবেশে পুরোপুরি ঐক্যবদ্ধভাবে

www.pathagar.com

অংশ নিতে বাধ্য। এর পিছনে মূল কারণ কি? ওসব কিছুতো আল্লাহর প্রয়োজন নেই। বরং পরম দয়ালু ও মহান আল্লাহ চান যে জনগণ যাতে সংঘবদ্ধ হয় এবং ইসলাম যে সমস্ত সমস্যার মুকাবেলা করছে সে সম্পর্কে আলোচনা করে। ··

(একদল উলামা ও ওয়ায়েজদের উদ্দেশে ইমাম—নভেম্বর ৫, ১৯৮০)

····· আজ সমাধান কি এবং দুনিয়ার মুসলমান ও মজলুম জনগণের ঐ সমস্ত জাতিগুলো ধ্বংস করার দায়িত্ব কতটুকু? সবচেয়ে প্রাথমিক সমাধান যা থেকে অন্যান্য যাবতীয় সমস্যার সমাধান বেরোবে এবং যাবতীয় দুর্নীতি ও অনাচার দূরীভূত হবে তা হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্য বরং দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত ও নিগৃহীত জনতার ঐক্য। এ ঐক্য, যা ইসলাম ও মহাগ্রন্থ কুরআন জোর দিচ্ছে তা অর্জন করতে হবে ব্যাপক প্রচার ও দাওয়াতী তৎপরতার মাধ্যমে। এসব তৎপরতার কেন্দ্র হচ্ছে পবিত্র নগরী মক্কা যখন সেখানে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হয়। এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রবর্তন করেছিলেন এবং যা ইমাম মেহেদী (আঃ) (যার আবির্ভাবকে ত্বরিত করুণ) অনুসরণ করবেন।···

(ঈদুল আযহা উপলক্ষে ইমামের বাণী—সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৮৩)

·····আমরা অবশ্যই আমাদের চীৎকার ও স্লোগানের মাধ্যমে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে মক্কায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে ঐসব জাতিগুলোকে ধ্বংস করবো। আমাদেরকে অবশ্যই মন্দকে পরিত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান করতে হবে যার মধ্যে বড় শয়তানই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) শ্রেষ্ঠতম। এ ভাবেই আমরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও ইমাম মেহেদী (আঃ) (যার আগমন দ্রুত হোক) আদর্শানুযায়ী হজ্জব্রত পালন করতে পারবো। অন্যথায় আমাদের সম্পর্কে এটাই বলা যাবে যে, এখানে অনেক গোলমাল ও কথাবার্তা হচ্ছে বটে কিন্তু প্রকৃত হাজী খুব কম। (ঈদুল আযহা উপলক্ষে ইমামের বাণী—সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৮৩)

··· মহান আল্লাহতায়ালা যে ধরনের হজ্জ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইসলামে যা বিধিবদ্ধ তাহলো মুসলমানগণ যখন সে অনুষ্ঠানে মিলিত হবে তখন তাদের কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য মুসলমানদের জাগিয়ে তোলা এবং তাদের এ কথা বুঝানো যে, কেন একশত কোটি মুসলমান এখনও দু' পরাশক্তির নাগপাশে আবদ্ধ রয়েছে?...

www.pathagar.com

..... আমি আশা করি, মহান হজ্জব্রত যা পালনের উদ্দেশ্যে আপনারা যাচ্ছেন তা আপনাদেরকে মুসলমানদের বিশেষ করে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, দরবারী উলামা, ওয়ায়েজগণের মানসিকতা উন্মুক্ত করার সুযোগ করে দেবে। তাদেরকে আহ্বান জানানো দরকার যে, আমেরিকা ও ইহুদীবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে সম্মান ও মর্যাদার্জনের কোন প্রয়োজন নেই। বরং ইসলাম ও কাবার পতাকাতলে তাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে। কেননা, একমাত্র ইসলামই তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারে। আমি আশা করি, ব্যাপক ভিত্তিক এ সম্মেলন (হজ্জ) আপনাদের অনুকূলে হবে। আমি আরো আশা করি যে, আপনারা আল্লাহ তায়ালার নিকট এ প্রার্থনা করবেন যেন দুনিয়ার মুসলমান ও মুসলিম জাতি সমূহের নেতৃবৃন্দ জেগে উঠেন এবং মুসলমানদের স্বার্থ ও সামগ্রিক বিষয়ে আগ্রহী হন। ...

(হজ্জ উপলক্ষে ইমামের বাণী—আগষ্ট ১৬, ১৯৮৩)

(গ) ধর্মীয় দিবস সমূহ ঃ

..... মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিবসের মধ্যে থেকে মহানবী (দঃ)-এর জন্মবার্ষিকী পালন এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় দিবস যেমন সীরাতুন্নবী যা মুসলমানগণ বছরের পর বছর ধরে পালন করে আসছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করা।...

(ইসলামী বিপ্লবী আদালতের হেডকোয়ার্টার স্টাফদের উদ্দেশে ইমাম, ডিসেম্বর ১৮, ১৯৮১)

.....ইসলাম সমঝোতা এবং উদ্দেশ্য ও কালেমার ঐক্যের উপর অত্যধিক জোর দিয়েছে। জনগণকে কথা ও কাজের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছে তাদের মর্যাদা রক্ষা করতে এবং ঐক্য সৃষ্টির লক্ষ্যে কতিপয় দিবসও ঘোষণা করেছে, যেমন—আশুরা, আরবাইন (ইমাম হোসাইনের শাহাদাত দিবস ও এর চল্লিশতম দিনে (শোক দিবস হিসেবে) পালন।

(ইসলামী বিপ্লবী আদালতের হেডকোয়ার্টার স্টাফদের উদ্দেশে ইমাম—ডিসেম্বর ১৮, ১৯৮১)

www.pathagar.com

১০। ইসলামী ঐক্য ও দেশসমূহের স্বাধীনতা সংরক্ষণ

..... ইরান, ইরাক ও মিসরের যার যার নিজস্ব সরকার ও এলাকা রয়েছে, তা সত্ত্বেও তারা ইসলামের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হতে হবে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে ইসলামের জন্যেও দাগী অপরাধী পরাশক্তিগুলোকে নির্মূল করার জন্যে একত্রে কাজ করে যাওয়া।...

(একদল উলামা ও ওয়ায়েজগণের উদ্দেশে ইমাম—নভেম্বর ৫, ১৯৮০)

..... আমরা মুসলমানগণ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে একটি দেহে পরিণত হোক এ প্রত্যাশা করছি। প্রত্যেকটি মুসলিম জনগোষ্ঠী নিজ নিজ দেশেই বাস করতে পারে এবং তারা স্বাধীনভাবেই বাস করতে পারে; কিন্তু একই সময়ে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের ও ভালোবাসার স্পিরিট ও বন্ধন স্থাপন করতে পারে। আমরা চাই সমস্ত মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী একে অন্যের সমর্থনে এগিয়ে আসবে।...

(ঐক্য সপ্তাহ উপলক্ষে বিদেশী অভ্যাগতদের উদ্দেশে ইমাম—জানুয়ারী ১০, ১৯৮২)

.....হে দুনিয়ার মুসলমানগণ! মজলুম জনতা! মানবতার অসীম সমুদ্র! উঠুন এবং ইসলাম ও জাতীয় ঐতিহ্য সংরক্ষণ করুন। কালেমায়ে তাইয়েবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক সারা দুনিয়ায়। প্রতিটি মুসলিম দেশেরই নিজ নিজ পরিমণ্ডলে সরকার ও জনগণের মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ দূর করা কর্তব্য। কেননা যদি তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে তাহলে কুদস, আফগানিস্তানের মতো সমস্যার অস্তিত্বই থাকবে না। যদি আলেম নামধারী দরবারী লোকেরা ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টা বন্ধ করে তাহলে আমরা মুসলিম দেশ ও সরকারসমূহ সফল হবো।.. (নভেম্বর ২৫, ১৯৭৯)

www.pathagar.com

জুম্মা ও জামাতের ইমামদের সম্মেলনে আগত বিদেশী অভ্যাগতদের উদ্দেশে ইমাম খোমেনীর বাণী। (মে-১৩, ১৯৮৪)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে,

সম্মানিত ভদ্র মহোদয়গণ! আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে এক মহান লক্ষ্যে আপনাদেরই স্বদেশে এসেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আপনারা এমন এক দেশে এসেছেন যে দেশ ক্রমাগতভাবে নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছে, কঠোর কষ্ট ভোগ করেছে এবং ইসলামী লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে শাহাদতকে স্বাগত জানিয়েছে। আমি আল্লাহর নিকট দোয়া করছি যেন তিনি আপনাদেরকে ইসলামী আদর্শ রূপায়নে সফলতা দান করেন।

এ সমাবেশে বিভিন্ন দেশ থেকে জুম্মা ও জামাতের সম্মানিত ইমামগণ যোগদান করেছেন। মুসলিম বিশ্বের উপর আপতিত দুঃখ দুর্দশা ও সেগুলোর সমাধান নিয়ে এ সমাবেশে বিস্তারিত ও খোলাখুলি আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে বেশী উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি শুধু আপনাদেরকে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আর তা হচ্ছে মহানবী (দঃ) ও মহান ইমামগণের (রঃ) আচরণ সম্পর্কে। মহানবী (দঃ) যখন একা ছিলেন দু-একজন ছাড়া আর কেউ সাথী ছিলেন না, তখনও তিনি ঐক্য বিধানের দিকে লোকদেরকে আহবান জানাতে থাকেন। বিপুল সংখ্যক অনুসারী বা সাথী সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত তিনি লোকদেরকে দাওয়াতের জন্যে অপেক্ষা করেন নাই। বরং তিনি শুরু থেকেই মানুষকে ইসলাম ও সত্য পথের দিকে আহবান জানাতে থাকেন। এমন কি তিনি যখন মদীনায় হিজরত করলেন এবং সরকার গঠন করলেন তখনও তিনি পর্যাপ্ত শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে অপেক্ষা করেননি। সেখানে তিনি আরো ব্যাপকভাবে তাঁর দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন এবং মানুষকে তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার দিকে আহবান জানাতে থাকলেন। মক্কা ও মদীনা –উভয় জীবনেই পবিত্র কুরআনের আহবান শুধু আল্লাহর সঙ্গে বান্দার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়েই ছিলো না। এটি স্পর্শ করেই বলা যায় যে, ঐশী দাওয়াতের যে অংশ যা ব্যক্তিগত কর্তব্য, ইবাদত বন্দেগী, আল্লাহর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়, সেসবও সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য মুক্ত ছিলো না।

মহানবী (দঃ) পর আমরা লক্ষ্য করি মুসলমানদের ইমামগণ উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজত্বের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও অবিরতভাবে জনগণের কাছে

www.pathagar.com

তাদের মতামত পৌঁছাতে থাকেন এমন কি তারা তাদের ইবাদত ও প্রার্থনার মাধ্যমেও দাওয়াতের কাজ করে যান। যদি আপনারা ইমাম সাজ্জাদ (শীয়াদের চতুর্থ ইমাম) ও অন্যান্য ইমামগণের দোয়াগুলো অধ্যয়ন করেন তাহলে দেখবেন যে, সাধারণভাবে যা মনে করা হয় সেগুলোর চেয়েও উচ্চতর এক উদ্দেশ্য—জনগণকে শিক্ষিত করা তাদের লক্ষ্য ও চেষ্টা ছিলো। তওহীদের আহবান আত্মার উন্নতিসাধন, কঠোর সাধনা, নির্জন ইবাদত বন্দেগীর অর্থ কখনও এই নয় যে মানুষ ঘরের কোণে বসে থাকবে এবং মুসলমানদের সমস্যাবলী উপেক্ষা করে শুধু প্রার্থনা ও আল্লাহকে ডাকাতেই ব্যস্ত থাকবে। মহা নবী (দঃ) তার ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সরকার গঠন করেছেন, দুনিয়ার মানুষকে দ্বীন ও ঐক্যের পথে আহবান জানানোর জন্য দূত প্রেরণ করেছেন। মহানবী (দঃ) সালাতে তেলাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন আত্মিক উন্নয়নের জন্যে, কিন্তু সেগুলো শুধু তাঁর নিজের জন্য নয়, সাথে সাথে জনগণের উন্নতির জন্যও। তিনি জনগণের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি করেছেন। মহানবী (দঃ) ও ইমামগণের (রঃ) দোয়া ও প্রার্থনা—যা ছিলো মানুষকে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আহবান, সেগুলোরও উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের সমস্যা সমাধান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব কিছুতেই আজ বিচ্যুতি ঘটেছে। সম্ভবতঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আব্বাসীয়রাই ইসলামী বিষয়াবলী ও ইস্যুগুলোর বিচ্যুতির জন্য দায়ী।

মহাগ্রন্থ আল কুরআন যা মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে সকল প্রকার বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তার দিকে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে জনগণকে শুধু ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থেকে জেকর আজকার ও ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকার আহবান জানানো তার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ইবাদতের কাজ হিসেবে জামাতের (সংঘবদ্ধতার), রাজনীতি ও সরকার পরিচালনার দিকে আহবান জানানো।

ইবাদতকে কখনই রাজনৈতিক বিষয়াবলী থেকে পৃথক করা হয়নি এবং সমস্ত কাজ যা ইসলাম নির্দেশ করেছে সেগুলোর মধ্যে ইবাদতের দিক রয়েছে। এমন কি কলকারখানায়, ক্ষেতে খামারে কাজ করা, শিক্ষকতা ও জনগণকে শিক্ষাদান ইত্যাদি কাজেও ইবাদত হয়। তারা (শত্রুরা) কখনও কুরআন নির্দেশিত ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেনি, তারা তা করেনি কারণ

www.pathagar.com

এতে তাদের নিজস্ব স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার আশংকা ছিলো। শুরু থেকেই তারা কুরআনের ঐসব আয়াত যা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে বলে মনে করতো সেগুলোর অর্থ বিকৃত ও ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়াস পেয়েছে, কেননা মূল আয়াত সমূহকে কোরআন থেকে সরানো সম্ভব ছিলো না। যে সমস্ত আলেম তাদের দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো তাদেরকে কুরআনকে ভুল ব্যাখ্যা ও বিকৃত করার জন্য বাধ্য করা হতো। আল্লাহর শুকরিয়া আল কুরআন অবিকৃত অবস্থায় থেকে গেলো, কেউই তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে পারলো না। যদি তারা পারতো তবে তারা তা করতো। তাদের কেউ কুরআন থেকে একটা শব্দ পরিবর্তন করতে চেয়েছিল কিন্তু একজন আরব তরবারী বের করে বললেন যে, এর মাধ্যমে তিনি তার জবাব দেবেন। তারা কেউই পবিত্র কুরআনকে বিকৃত হতে দেয়নি। অতএব বর্তমানে যে কুরআন আছে তা ঠিক সেই কুরআন যা মহানবী (দঃ) উপর নাজিল হয়েছিল —এর মধ্যে সামান্যতমও নতুন কিছু নেই। অতএব আমরা এমন একটি গ্রন্থ লাভ করতে পেরেছি যা সমস্ত ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সরকারী স্বার্থ ও কল্যাণকে বেষ্টন করে আছে, এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন নির্ভর-যোগ্য তফসীরকারগণ। আমরা নিজ ইচ্ছামত তার ব্যাখ্যা করতে পারিনে। সে অনুসারে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে পবিত্র কুরআনকে সর্বাধিক ব্যাপক ও উত্তমভাবে পেশ করা। কুরআনকে ঐশী সূত্র থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যে এদিক দিয়ে আমরা সমৃদ্ধ। কিন্তু প্রাথমিক যুগ থেকেই ক্ষমতাসীনরা বিকৃতি ছড়িয়েছে, এবং বর্তমান যুগেও শাসকরা কুরআনের নির্দেশের বিপরীতে অনৈক্য ও বিরোধ ছড়াচ্ছে।

মহান কুরআনের বাণী ঃ "তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না....." কিন্তু তারা (শত্রুরা) অনৈক্য ও বিরোধের কথা বলে। আমরা আশা করি না যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এছাড়া অন্য কিছু চায়। তারা চায় মহান কুরআন ও ইসলামকে ধ্বংস করতে। কারণ ইরান মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে আর অন্যদিকে তারা তাদের প্রচার মাধ্যম ও প্রচারক দলের মাধ্যমে ইসলামকে দুর্বল করার জন্যে আক্রমণ চালিয়ে ও ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে আসছে। যদি ইরান আমেরিকা বা রাশিয়ার দিকে এক পদক্ষেপও এগুতো তাহলে তারা ইরানের প্রশংসায় নিয়োজিত হত। কিন্তু যেহেতু ইরান তাদের

www.pathagar.com

বিরোধিতা করছে তাই কার্যতঃ সমস্ত প্রচারযন্ত্র ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে ও প্রচার করছে যে ইরানে ইসলাম বিপন্ন।

সম্মানিত ভদ্র মহোদয়গণ! যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন তারা সবাই আলেম। আপনাদেরকে অবশ্যই মহানবী (দঃ) ও ইমামগণের ঐতিহ্য যা তারা আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা অনুসরণ করে চলতে হবে। এমন কি ঐসব সময়েও যখন তাদের হাত বাঁধা ছিলো, তদানীন্তন সরকারী নীতির বিরুদ্ধে একটি কথা বলতে পারছিলেন না, তখনও তারা মানুষকে সালাতে ইবাদত বন্দেগীতে আহবান জানিয়েছেন। তারা সালাত আদায় করেছেন। দোয়ার মাধ্যমে তারা জনগণকে আহবান জানিয়েছেন এবং যখনই সুযোগ পেয়েছেন তখনই জনগণকে ভালো কাজের দিকে আহবান জানিয়েছেন। আমরা অবশ্যই তাদেরকে অনুসরণ করে চলবো এবং অনুসরণ করবো পবিত্র কুরআনকে যা আপনাদেরকে ঐক্যের দিকে আহবান জানায় এবং বিরোধ ও অনৈক্য থেকে বিরত থাকতে ও নিষ্ক্রীয় না হতে আহবান জানায়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ তথাকথিত ইসলামী সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতক উলামা নিষ্ক্রীয় আনুগত্যের দিকে মানুষকে আহবান জানাচ্ছে এবং মানুষের মধ্যে নিষ্ক্রীয়তা সৃষ্টি করছে। যারা ইসলামের কেন্দ্রে বসে ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে পারছেনা, তাই তারা ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাচ্ছে, কারণ ইরান ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। হিজাজ, মিসর, ও অন্যান্য অঞ্চলের বিচারকগণ মহান কুরআনের বিরুদ্ধে কাজ করছে এবং মুসলমানদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে। তারা হচ্ছে বিশ্বাসঘাতক, আপনারা তাদের বিরোধিতা করুন ও মুকাবেলায় রুখে দাঁড়ান।

যখন আপনারা দেশে ফিরে যাবেন তখন আপনাদের জুম্মার নামাজের ভাষণে রাজনৈতিক বিষয় অবশ্যই থাকা উচিত যা ছিলো ইসলামের প্রাথমিক যুগের বৈশিষ্ট্য। শুক্রবারের জুম্মা একটি রাজনৈতিক সমাবেশ এবং বস্তুতঃ ইবাদতের রাজনৈতিক কার্যক্রম। দুঃখজনকভাবে কোথাও কোথাও শুক্রবার জুম্মা নামাজে জাতির প্রয়োজনের কোন স্থান নেই! (সেগুলো মুসলমানের প্রয়োজন ও সমস্যা থেকে দূরে)। প্রাথমিক যুগে জুম্মা

www.pathagar.com

নামাজ মসজিদ জামাত ও নামাজ সবকিছুরই সঙ্গে রাজনৈতিক দিক যুক্ত ছিলো। মুসলিম সেনাবাহিনী মসজিদেই সম্মিলিত করা হ'তো। এবং যুদ্ধে পাঠানো হতো। কেননা, মসজিদ ছিলো তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র, কিন্তু দুঃখজনক ভাবে আমরা মসজিদগুলোকে মুসলমানদের সমস্যাবলী আলোচনা থেকে মুক্ত রেখেছি এবং আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ক্ষেত্র আমরাই তৈরী করেছি আর আজ তার বিষময় ফলও দেখতে পাচ্ছি। মুসলমানদেরকে অবশ্যই জেগে উঠতে হবে এবং যেসব সরকার ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তাদের খুতবার ও দোয়ার মাধ্যমে জালেম, অত্যাচারী ও ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। আপনাদের খুতবা শুধু কতিপয় দোয়া প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না বরং তার বিষয় বস্তুকে সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধ করুন। আপনারা যথেষ্ট শক্তিশালী, জনগণের সমর্থন আপনাদের পিছেনে রয়েছে। জনগণ অত্যাচারী সরকারকে নয় বরং আলেমদের সমর্থন করে। ইরানী আলেমগণ যেভাবে এখানে যে শক্তির অধিকারী আপনারা আপনাদের দেশে সেই শক্তির অধিকারী। ইরানী আলেমগণ এ অঞ্চলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। ইরানের সাধারণ মানুষ, কৃষক শ্রমিক উলামা কর্তৃক ইসলামের সত্যিকার শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও জাগরিত হয়ে এ শক্তিকে আক্রমণ করেছে। ধ্বংস করেছে, উৎখাত করেছে। আপনারাও তা করতে পারেন। আপনাদের সরকারই আপনাদের জন্য কাজ করে দেবে এর জন্য অপেক্ষা করবেন না। তারা তাদের জন্য কাজ করছে। অপনারা নিজ নিজ দেশে ইসলামকে শক্তিশালী করুন এবং জুম্মার সালাতে ইসলামী বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করুন, যা মূলতঃ এ উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হয়। সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করুন ; ব্যক্তিগত দিক পরিহার করুন।

যদি আপনারা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন তাহলে জনগণ প্রতিক্রিয়া দেখাবে। যদি সরকার আপনার জুম্মার নামাজ আপনার খুতবার জন্যই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে জনগণের প্রতিক্রিয়াকে অবশ্য সরকারের মুকাবেলা করতে হবে যা আমরা চাই। সেনাবাহিনী বা অস্ত্র জোগাড়ের জন্য অপেক্ষা করবেন না, কেননা আমরা সশস্ত্র যুদ্ধ করতে চাইনে বরং আপনাদেরকে মুসলমানদের স্বার্থের কথা বলতে হবে।

www.pathagar.com

শক্তি সঞ্চয় প্রথমে করবেন, তারপর কথা বলবেন এটা নয় বরং আলোচনা ও কথা অব্যাহত রাখুন তাহলে শক্তি সঞ্চয় হবে—ইরানে তাই ঘটেছে। তারা (ইরানীরা) ক্ষমতার্জন বা শক্তি সঞ্চয়ের জন্যে অপেক্ষা করে নাই। যদি এমনি করে অপেক্ষা করতে থাকতো তাহলে কোন দিনই কোন কিছুই সংঘটিত হতো না।

মুহাম্মদ রেজার (শাহ) শক্তি ও ক্ষমতার মুকাবেলা করতে গিয়ে ইরানী আলেমগণ অভ্যুত্থানের পূর্বে ব্যাপক বিরোধিতার জন্য অপেক্ষা করেননি। বরং তারা প্রতিটি সুযোগেই নির্ভিকভাবে জনগণকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছেন। মসজিদ থেকে তারা লোকদের আহ্বান জানিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রয়োজনীয় শক্তি সঞ্চয় করেছেন। আপনাদেরকেও সেই একই পথ অনুসরণ করতে হবে। আপনারা তা পারেন। যদি মনে করেন যে তা করতে আপনারা সমর্থ নন, তাহলে কোনদিনই হয়তো সক্ষম হবেন না। আপনাদের মধ্যে আত্ম বিশ্বাস সৃষ্টি করুন যে তা পারবেন এবং তাহলে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবেন। যাবতীয় কাজ প্রথমে চিন্তার মধ্যে উদগম হয়, কাজের পূর্বে প্রত্যেকটি দিক বিবেচনা করুন, যাচাই করুন। যদি আপনারা ভেতর থেকেই দুর্বল থাকেন তাহলে আপনারা কিছুই করতে পারবেন না। আপনাদের হৃদয় ও মনকে শক্তিশালী করুন। আল্লাহ্‌কে ভুলবেন না, তাঁর উপর নির্ভর করুন, কেননা সমস্ত শক্তির উৎসের নিকট আপনারা প্রার্থনা জানাচ্ছেন, আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তির নিকট সাহায্য চাইবেন না। তাহলে আপনাদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার হবে যে আল্লাহ্‌র মহান ক্ষমতা আপনাদের পিছনে রয়েছে। আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস আছে এমন ব্যক্তির কোন শক্তিকে ভয় করা উচিত নয়। আপনারা কিসের ভয় করছেন? আপনারা কি শাহাদাতের ভয়ে ভীত। আপনারা কি কারাবরণ ও অত্যাচারকে ভয় করেন? আল্লাহর পথে অত্যাচারকে ভয় করা কি কারো উচিত?

ইরানী জাতি আল্লাহ্‌র পথে প্রভূত কষ্ট স্বীকার করছে কিন্তু কখনও তারা নিরুৎসাহিত হয়নি। আলেমগণ তাদেরকে সংগঠিত করেছে ও পরিবর্তন করেছে। আজ প্রত্যেক ব্যক্তি একজন সদ্য কথা শিখা শিশু থেকে শুরু করে একজন বৃদ্ধ যিনি তার অনেক প্রিয়জনকে হারিয়েছেন

www.pathagar.com

আজ সবাই জেগে উঠেছে এবং পরাশক্তির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছে। একথা বলবেন না যে 'পারবেন না'। মনে করবেন না 'আপনারা পারবেন না'। সবসময়ই ইতিবাচকভাবে চিন্তা করবেন। মনে রাখবেন আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে রয়েছেন। মনে রাখবেন ইসলাম আপনাদের সম্মানের প্রতীক, একে অবশ্যই শক্তিশালী করতে হবে। যদি আপনারা দুর্বলতা দেখান তাহলে বৃহৎশক্তিগুলো ইসলামকে সমূলে উৎখাত করবে। ইরান থেকে তারা বুঝতে পেরেছে যে যদি ইসলামের আবির্ভাব কোন এলাকায় ঘটে তাহলে তাদের সেখানে পা রাখার জায়গা থাকবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ কতক আলেম ও সরকার এ বিষয়টা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ইসলাম ও ইরানকে শক্তিশালী বিপদের কারণ মনে করে। হাঁ ইরান অবশ্য আমেরিকা, রাশিয়ার জন্য বিপদের কারণ, মুসলমানদের জন্যে নয়। ইরান বরং মুসলমানদের জন্য একটি রহমত।

আপনাদের নিকট প্রচার করা হয়েছে যে ইরানে কোন নিরাপত্তা নেই, রাস্তায় রাস্তায় লোকজন হত্যা করা হচ্ছে এমন কি শিশুদেরকেও বাদ দেয়া হচ্ছে না, গর্ভবতী মহিলাদেরকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হচ্ছে, আরো কত কি? এখন আপনারা ইরানে এসেছেন, ইরানের কারাগারগুলো দেখেছেন, সম্ভবতঃ রণাঙ্গনগুলোতে আপনারা গিয়েছেন, আপনারা মসজিদগুলোতে যেখানে অধিকতর নামাজ ও দোয়া আদায় করা হয় সেগুলোর বর্তমান অবস্থাও আপনারা দেখেছেন।

সাদ্দামের সঙ্গে যুদ্ধ করা একটি ইবাদত। ইরানের মতো জেগে উঠার জন্যে লোকদের আহবান জানান। ইরানের পরিচিতি তুলে ধরুন। তারা প্রচার করছে কারাগারগুলোতে মধ্যযুগীয় অত্যাচার করা হচ্ছে। অবশ্যই আমেরিকা এসব কিছুর প্রচারক এবং আমেরিকাই সারা দুনিয়ার উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। তাদের সে অত্যাচার ও যন্ত্রণা মধ্যযুগীয় অত্যাচার ও যন্ত্রণার চেয়ে অধিকতর জঘন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নও এ ধরনের অভিযোগ তুলেছে ও প্রচার করছে। তারা ইসলামকে মধ্যযুগীয় একটা কিছু মনে করে। মুসলমানদেরকে জেগে উঠতে হবে। মুসলমান-দের উপরই দায়িত্ব ইসলামকে সংরক্ষণ করা। অন্য কেউ ইসলামকে সংরক্ষণ করবে এ আশায় অপেক্ষা করা উচিত নয়। কেউই করবে না যদি মুসলমানগণ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। পরাশক্তি ও তাদের এজেন্টরা

www.pathagar.com

ইসলামের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। যখন মিসরীয় সরকার ইরানের বিরুদ্ধে আরবদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলে তখন তার অর্থ কি দাঁড়ায়? ইরান কি তাদের বা ইসলামের জন্যে বিপজ্জনক? প্রকৃতপক্ষে আরবদের ঐক্যবদ্ধ করার আহবান মূলতঃ ইসলামের বিরোধিতায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান। ইসলামকেই তারা তাদের স্বার্থের পথে বাধা মনে করে।

জুম্মার ইমাম ও ইসলামের আলেমদের বুঝতে হবে সারা দুনিয়া ইরানের বিরুদ্ধে নয়, ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সতর্ক হোন। বর্তমানে আমাদের দায়িত্ব কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি আপনারা সতর্ক না হ'ন তাহলে তারা (শত্রুরা) ইসলামকে উৎখাত করার জন্যে সুযোগ খুঁজবে। গতকাল যা পরিস্থিতি ছিল আজ তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ তারা বুঝতে পারছে যে ইরানের মতো একটি ক্ষুদ্র স্থান থেকে যদি ইসলামের আওয়াজ ধ্বনিত হয় তাহলে সে আজ এমনকি আমেরিকাতেও প্রতিধ্বনিত হবে। নিশ্চিতভাবে এটা তারা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছে।

তাদের সমস্ত স্বার্থ বিনষ্ট হয়েছে এবং তারা চায় পারস্য উপমহাসাগরের উপর আধিপত্য রাখতে যাতে তারা এ অঞ্চলের তেল সম্পদ লুণ্ঠন করতে পারে। কিন্তু ইসলামের শক্তি তা করতে দিচ্ছে না। আমেরিকা ও রাশিয়া সারা দুনিয়ার উপর তাদের আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চায়। আল্লাহই ভালো জানেন যে পৃথিবীর কি অবস্থা হবে যদি তারা পরস্পর বিরোধী হিসেবে একে অন্যের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায়। তারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মানবাধিকার, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলে বেড়াচ্ছে। কিন্তু আপনারা জানেন এবং তারাও জানে যে তারা মিথ্যা বলছে। এগুলো তারা পারস্পরিক প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে প্রচারণা হিসেবে বলছে। তারা জনগণের স্বার্থের কথা নয় বরং নিজদের স্বার্থের জন্যেই সব করছে। একমাত্র ইসলামই জাতিসমূহের স্বার্থের বিষয়ে উদ্বিগ্ন। ইসলাম বর্ণবাদী পার্থক্যকে মুছে দিয়েছে, কেননা ইসলাম মনে করে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য নেই। ইসলাম বলে যে মানুষে মানুষে পার্থক্য করার একটি মাত্র মানদণ্ড রয়েছে আর তা হচ্ছে ন্যায়পরতা, বর্ণ, গোত্র, বংশ, দেশ বা অন্য কিছু নয়। তারা (শত্রুরা) বর্ণবাদী ও প্রাধান্য অর্জন ও শোষণের জালে অন্য গোষ্ঠীকে আবদ্ধ করতে চায়। ইসলাম তার বিরোধিতা করে। তারা চায় ইসলামের ও মুসলমানদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে তাদের নিজদের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালনা করতে।

www.pathagar.com

আমরা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করছি যে ইরান ও ইসলাম আমেরিকা ও রাশিয়ার স্বার্থের ঘোর বিরোধী। আমরা আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করবো এবং তাদের নীতিমালা কখনও গ্রহণ করবো না। আমরা আশা করি স্বাধীনতা ও মুক্তির আলো একদিন সারা দুনিয়া ও মজলুম জনতাকে আলোড়িত করবে এবং পরিণামে জালেমদের হাত থেকে তারা মুক্তিলাভ করবে। এবং আলেমদের উপর জরুরী যে তারা মানুষের মুক্তি লাভে সাহায্য করবে।

আমি দোয়া করছি, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যেন মুসলমানদের ও অমুসলিম নিগৃহীতদের সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য দান করেন। আমরা প্রার্থনা জানাই যেন তিনি জালেমদের নিগড় থেকে তাদেরকে মুক্তি দেন। আমি মনে করি তিনি আপনাদের সাথে রয়েছেন। ইসলামের আলেমগণ! ইসলামের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখুন, তাকে ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না। আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তির প্রয়োজন নেই। সমস্ত শক্তি ক্ষমতা আল্লাহর, সবকিছু তার পক্ষ থেকে, তাঁর শক্তির সামনে আমরা কিছুই নই। আপনাদের সবার প্রতি শান্তি ও কল্যাণ ও আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হোক।

হে আল্লাহ! ভ্রাতৃত্ব রক্ষা সম্বন্ধে তোমার যাবতীয় নির্দেশ ও মুসলমান ভাইদের সম্বন্ধে তোমার উপদেশ আমরা পালন করেছি। আমরা তাদেরকে শান্তি ও এখলাসের দিকে আহবান জানিয়েছি এবং বিভক্তি ও বিরোধ সম্বন্ধে তাদেরকে সতর্ক করেছি।

তুমি তাদেরকে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দাও। তারা জাহান্নামের গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে এবং ইসলামের ভাগ্য আল্লাহ্র দুশমনদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। তারা আজ তাদের কার্যকলাপের অশুভ পরিণতি সম্বন্ধে অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান ও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা থেকে রক্ষা কর। পদমর্যাদা ও দুনিয়ার ভাগ সম্পদের বদ্ধ কামনা থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে রাখ। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে ডান ও বাম শক্তির প্রীতি থেকে বাঁচাও এবং তাদের মধ্যে ইসলামী ও মানবিক দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি করে দাও। মুসলিম জাতি ও সরকার সমূহকে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের পথে পরিচালিত কর, তোমার সমস্ত করুণা ইরানী হজ্জযাত্রীদের উপর

www.pathagar.com

বর্ষণ কর ; তারা তোমার মহান লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা, দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা, তিরস্কার, বন্দীদশা সহ্য করেছে। মুসলিম দেশসমূহ থেকে লুণ্ঠনকারীদের হাত কেটে দাও। আমাদেরকে তোমার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত কর। ইসলামী শক্তিসমূহকে তাদের দেশ ও নিপীড়িত জনতার প্রতিরক্ষায় বিজয় দান কর এবং দখলদার ইসরাঈল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে দাবিয়ে দাও। ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শক্তি দাও এবং বিদেশী আক্রমণকারী ও সীমা লংঘনকারীদের যন্ত্রণা থেকে তাদেরকে নিরাপদ রাখ।

তুমিই আমাদের বিজয় ও রহমতের প্রভু।

—ইমাম খোমেনী।

www.pathagar.com

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা – বাংলাদেশ